কোরক–I

ভাগ — I

প্রথম শ্রেণির জন্য বাংলা পাঠ্যপুস্তক

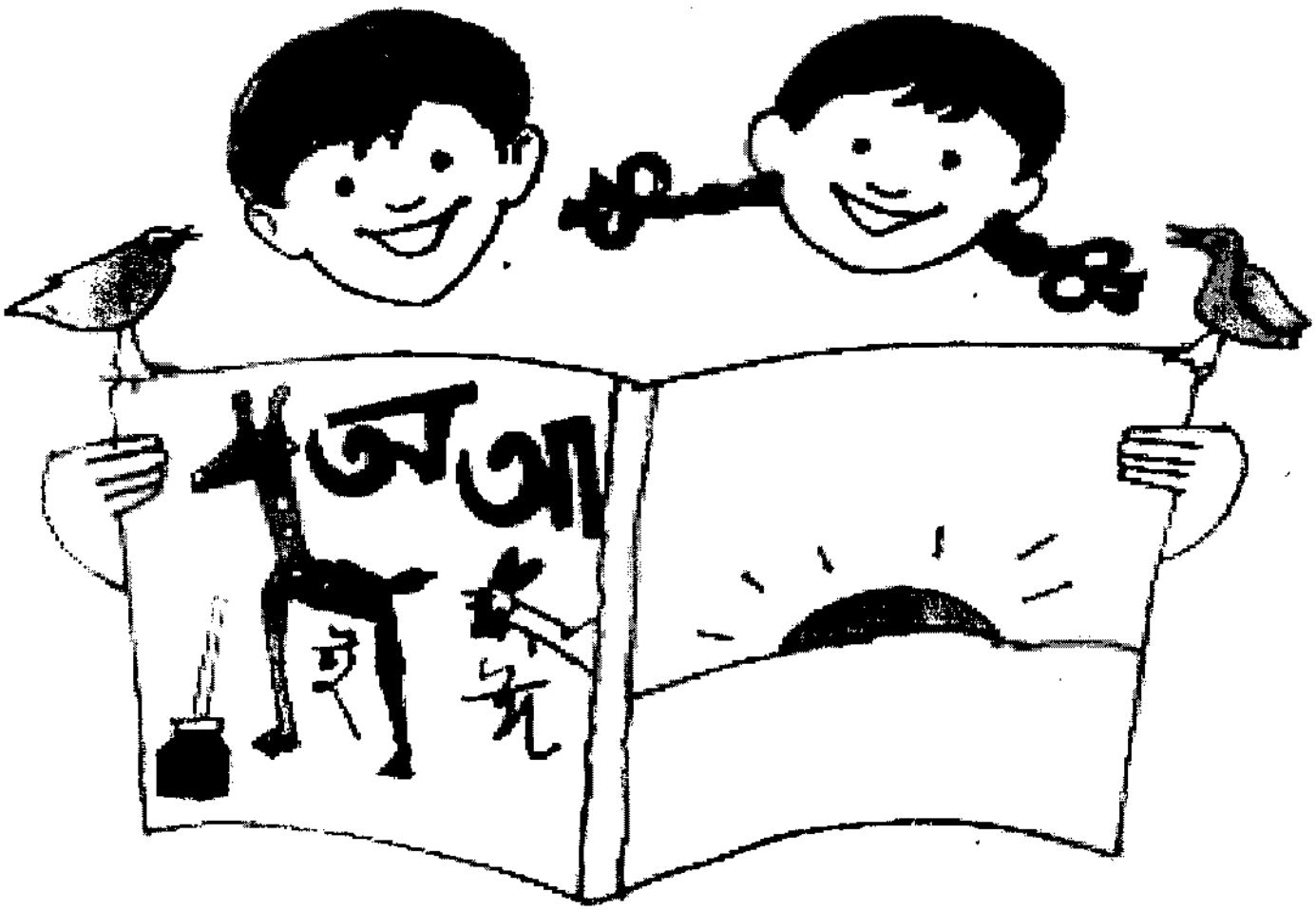

(রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ, বিহার, পাটনা কর্তৃক বিকশিত)

বিহার স্টেট টেক্সট্‌বুক পাবলিশিং কর্পোরেশন লিমিটেড, পাটনা

নির্দেশক (প্রাথমিক শিক্ষা), শিক্ষা বিভাগ, বিহার সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ।

সৌজন্যে – রাজ্য শিক্ষা গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ, পাটনা, বিহার ।

সর্ব শিক্ষা অভিযান কার্যক্রমের অন্তর্গত
পাঠ্য পুস্তকের নিঃশুল্ক বিতরণ ।
ক্রয় বিক্রয় দণ্ডণীয় অপরাধ ।

@ বিহার স্টেট টেক্সটবুক পাবলিশিং করপোরেশন লিমিটেড, পাটনা

সর্ব শিক্ষা অভিযান ঃ 2012 - 13

বিহার স্টেট টেক্সটবুক পাবলিশিং করপোরেশন লিমিটেড, পাঠ্য পুস্তক ভবন, বুদ্ধ মার্গ, পাটনা - 800 001 দ্বারা প্রকাশিত এবং

প্রস্তাবনা

মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভাগ, বিহার সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে বিহার রাজ্যের প্রাথমিক শ্রেণিগুলির জন্য নতুন পাঠ্যক্রম প্রবর্তন করা হয়েছে। ভাষা শিক্ষার এই নতুন পাঠ্যক্রমের উপর নির্ভর করে S.C.E.R.T কর্তৃক বিকশিত এবং বিহার রাজ্য পাঠ্য পুস্তক প্রকাশন নিগম কর্তৃক মুদ্রিত করা হোল। এই বইটি বিহার রাজ্যের পাঠ্য পুস্তক রূপে স্বীকৃত হয়েছে।

বিহার রাজ্যে বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার (শ্রেণি – I থেকে XII) গুণগত মান বজায় রেখে শিক্ষাকে সার্থক করে তোলার সফল রূপকার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী নীতীশ কুমার, মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রী হরি নারায়ণ সিং এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভাগের মুখ্য সচিব শ্রী অঞ্জনী কুমার সিংহ। এঁদের সকলের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

আমাদের প্রত্যাশা এই বইগুলি রাজ্যের বর্তমান এবং আগামী প্রজন্মের জন্য জ্ঞানোপযোগী প্রমাণিত হবে। S.C.E.R.T র নির্দেশকের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস বর্তমান বইটি যুগোপযোগী এবং শিক্ষার্থীদের চেতনা বিকাশে সহায়ক হবে। যদিও বিকাশ ও পরিবর্ধনের যথার্থতা ভবিষ্যতই নিরূপিত করবে তবুও প্রকাশন এবং মুদ্রণে উৎকর্ষ বৃদ্ধির প্রতি দায়বদ্ধ বিহার রাজ্য পাঠ্য পুস্তক প্রকাশন নিগম সর্বদাই অভিভাবক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের গঠনমূলক পরামর্শ গ্রহণ করতে আগ্রহী। এর ফলে দেশের শিক্ষা জগতে বিহার রাজ্য শ্রেষ্ঠ স্থান গ্রহণের অধিকারী হতে পারবে।

আশুতোষ, ভা.ব.সে
নির্দেশক,
বিহার রাজ্য পাঠ্য-পুস্তক প্রকাশন নিগম লি০

সম্পাদকের নিবেদন

কোরক, প্রথম ভাগ, মাতৃভাষা হিসাবে বাঙলা ভাষা শেখার প্রথম পাঠ্য - পুস্তক রূপে প্রণীত হয়েছে । এটি সাহিত্য পুস্তক নয়।

কোরক দ্বিতীয় ভাগে যুক্তাক্ষর শেখানো হয়েছে । শিশুর ভাষা শিক্ষার প্রথম চরণে 'শোনা' তারপর 'বলা', পড়া ও লেখা । শোনার দক্ষতা আয়ত্তে আনার পর সে বলতে শেখে । মুখের কথাকে লিপির মাধ্যমে দেখতে ও পড়তে শেখে । এরপর সে লেখার অভ্যাসও ক্রমশঃ আয়ত্তে আনে । শিক্ষকের প্রাথমিক কাজ হলো শিশুর মধ্যে যে প্রতিভা লুকিয়ে আছে তাকে জাগিয়ে তোলা, তাকে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে সাহায্য করা ।

ভাষা শিক্ষা শিশুর স্বাভাবিক ও জন্মজাত ক্ষমতা । ভাষা শিক্ষার প্রথমস্তরে মাতৃভাষার শিক্ষাকে স্থান দিতে হবে । সেই শিক্ষাসংক্রান্ত বুনিয়াদি সত্যকে মনে রেখে এই গ্রন্থটি রচনা করা হয়েছে । পাঠগুলিকে যথাসম্ভব সহজ, সরল ও চিত্তাকর্ষক করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে । শিশুর মানসিক গ্রহণযোগ্যতার কথা সর্বদা মনে রাখা হয়েছে। এতে কিছু ছড়া, রূপকথা, নীতিকথা, ছোট ছোট গল্প রাখা হয়েছে । পাঠগুলিকে রসগ্রাহী করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে । পদ্যগুলি শিশুমনের উপযোগী করে পরিবেশন করা হয়েছে । শিশুমনকে আকৃষ্ট করার জন্য ছন্দের উপর নির্ভরশীল ছড়াকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে । শিশুরা যাতে ছড়াগুলি মুখস্ত করে আবৃত্তি করতে পারে তার জন্য শিক্ষকদের অনুরোধ করা যাচ্ছে ।

এই বইতে রঙীন ছবি সমেত ২২ টি পাঠ দেওয়া হয়েছে । গ্রন্থের শেষ অংশে অনুশীলন যুক্ত পাঠ গুলির বাইরে চারটি কবিতা পরিবেশন করা হয়েছে । এগুলি পরীক্ষার আওতায় আসবে না । তবে এই কবিতাগুলির সাহায্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে ।

বাঙলা দেশ ও পশ্চিমবঙ্গে যেটি মান্য কথ্য ভাষা বা চলিত ভাষা রূপে সমাজে ও সাহিত্যে স্বীকৃতি পেয়েছে, অর্থাৎ নদীয় ও শান্তিপুর কলকাতার ভাষা, সেই ভাষারই লিখিত রূপ ও উচ্চারণ এই বই - এ অনুসরণ করা হয়েছে। বাঙলা দেশ, পঃবঙ্গ, ত্রিপুরা প্রভৃতি সরকারও এই ভাষাকেই নিম্ন প্রাথমিক বাঙলা পাঠের মাধ্যমরূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন । সেই জন্যই ঐ স্বীকৃত কথ্য ভাষার লিখিত রূপ ও উচ্চারণ এই বই - এ প্রয়োগ করা হয়েছে ।

প্রতিটি পাঠের শেষে যে- সব প্রশ্নোত্তর দেওয়া হয়েছে, তার বাইরেও সংশ্লিষ্ট বিষয় বা রচনার মৌখিক প্রশ্ন আলোচনা করলে ভাল হয় ।

বইটির নাম 'কোরক' অর্থাৎ কুঁড়ি বা মুকুল । আমাদের ছোট ছোট কোরকের মত শিশুর হাতে বইটি তুলে দেওয়া হোল যার মাধ্যমে শিশু ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত সুরভিত কুসুমে পরিণত হবে ।

নব প্রজন্মের নবীন শিক্ষার্থীদের কথা ভেবে যুগোপযোগী এই বইটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা মূলক ভাবে রচিত হয়েছে । পাঠ্যপুস্তকের উন্নতি সাধনে শিক্ষার্থী ও মাননীয় শিক্ষকগণের গঠনমূলক, সৃজনশীল পরামর্শ অত্যন্ত আনন্দ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে আমরা গ্রহণ করব ।

দিক্ নির্দেশ - সহ পাঠ্যপুস্তক বিকাশ সমন্বয় সমিতি

* **শ্রী রাজেশ ভূষণ,** রাজ্য পরিযোজনা নির্দেশক
  বিহার শিক্ষা পরিযোজনা - পাটনা
* **শ্রী মুখদেব সিং** - ক্ষেত্রীয় শিক্ষা উপ নির্দেশক
  তিরহুত প্রমণ্ডল
* **শ্রী বসন্ত কুমার** — শৈক্ষিক নিবন্ধক,
  বি. এস. টি. পি. সি. পাটনা
* **ড. শ্বেতা শান্ডিল্য** — শিক্ষা বিশেষজ্ঞ,
  ইউনিসেফ, পাটনা
* **শ্রী হাসান ওয়ারিস** — নির্দেশক
  এস. সী. ই. আর. টি, পাটনা
* **শ্রী রামেশ্বর পাণ্ডেয়** — কার্যক্রম পদাধিকারী,
  বিহার শিক্ষা পরিযোজনা - পাটনা
* **ড. এস. কে. মোইন** — সদস্য সচিব
  বিভাগাধ্যক্ষ এস. সী. ই. আর. টি, পাটনা
* **ড. জ্ঞানদেব মণি ত্রিপাঠি** — প্রাচার্য,
  টি. আই. এইচ. এস, পাটনা

সংযোজক :

ড০ স্নেহাশিস দাস — অধ্যাপক, শিক্ষক শিক্ষা বিভাগ, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ, বিহার

বাংলা ভাষা পাঠ্যপুস্তক বিকাশ সমিতি

ড০ বীথিকা সরকার

শিক্ষক, পাটনা কলেজিয়েট স্কুল, পাটনা,

অধ্যাপক পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়

ভূতপূর্ব বিভাগীয় প্রধান
বাংলা বিভাগ, বি. এন. কলেজ,
পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়, পাটনা

সমীক্ষক

ড০ গুরুচরণ সামন্ত

অবসর প্রাপ্ত প্রধান অধ্যাপক বাংলা বিভাগ, কলেজ অফ কমার্স, মগধ বিশ্ববিদ্যালয় ।

ড০ রাত্রি রায়,

অবসর প্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধান, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় ।

শিক্ষকদের জন্য

পঠন পাঠন শুরু করার আগে এই অংশটি অবশ্যই পড়ে নিতে হবে ।

১। বইটি বিহারের পাঠ্যক্রম অনুসারে প্রথম শ্রেণির বাংলা মাতৃভাষার পাঠ্যপুস্তক রূপে রচিত । জাতীয় শৈক্ষিক অনুসন্ধান ও প্রশিক্ষণ পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত ভাগ – ১ কোরক । এতে বাঙলা ভাষা ও লিপির প্রয়োগ - পদ্ধতিতে ভাষাবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী সমন্বিত করা হয়েছে ।

২। পড়াশোনা সম্বন্ধে ছোটদের অনাগ্রহ থাকা স্বাভাবিক । সেটি কাটিয়ে ওঠার জন্য, আগেই বর্ণপরিচয় বা বর্ণ লিখনে হাত না দেয়াই ভাল । বরং বই-এর প্রথম দিকের ছবির বর্ণনা ও গল্প দিয়ে আগে তাদের মনকে আকর্ষিত করাই শ্রেয় । এই পদ্ধতিতে ছোটদের মন ও দৃষ্টিকে ধীরে ধীরে বই-এর দিকে কেন্দ্রিত করে আনতে হবে ।

৩। তারপর আছে ছবি দেখে গল্প শোনানো ও বলানোর পালা । এই বই-এর চিত্র-কাহিনিগুলি বাঁ থেকে ও উপর থেকে নিচে, এই ক্রম অনুসারেই বাংলা লেখা-পড়ার কাজ হয় । চিত্র কাহিনির নিচে গল্পের ভাষায় দেওয়া আছে। সংকেতগুলির গল্প বানানোর ও তার সাহায্যে গল্প বলার আগ্রহ বাড়ানো যাবে । তারা নিজেদের মনের ভাব গুছিয়ে বলতে শিখবে । এরই সঙ্গে তারা নিজেদের নিরীক্ষণ শক্তিকে ডান দিক থেকে বাঁয়ে ও উপর থেকে নিচে সরিয়ে আনতে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে ।

৪। এরপর আছে কয়েকটি সরল আঁকিবুকি অভ্যাস করানো । ছোটরা সেগুলি দেখে ও অনুকরণ করে, নিজেদের স্লেট, বোর্ড বা কাগজে আঁকবে । আঁকবে প্রধানতঃ বাঁ দিক থেকে ডাইনে, উপর থেকে নিচে । তাদের খড়ি বা পেন্সিল এই ক্রমই এগোবে কারণ, বাংলা বর্ণমালা (বিশেষ করে ব্যঞ্জন) লেখার সাধারণ গতি এইটিই । এই আঁকিবুকির সাহায্যে ছোটরা বাংলা অক্ষরের প্রায় সব অংশের সঙ্গে পরিচিত হবে ও নিজেদের লেখনী শক্তিকে নিয়মিত করার দক্ষতা অর্জন করবে ।

৫। দু-তিন সপ্তাহ ধরে উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় অভ্যস্ত হলে তারপর শুরু হবে অক্ষর পরিচয় । অক্ষর পরিচয়ের অন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে, তার মূল সূত্রগুলি নিম্নরূপ —

ক) ছোটরা ছবির সাহায্যে আগে শব্দ, তার পর অক্ষর ও শেষে বাক্য শিখবে । পুরানো পদ্ধতি অনুযায়ী আগেই বর্ণমালা মুখস্থ করানো হবে না ।

খ) কোনো শব্দ পড়াবার আগে, সেই শব্দ সম্পর্কিত ছবিটি দেখিয়ে বলতে হবে নিচে এরই নাম লেখা আছে । এটি বারবার বললে আঁকা বস্তু ও তার নামের লিখিত রূপ ও উচ্চারিত শব্দের একটা যোগসূত্রের ধারণা ছোটদের মনে গেঁথে যাবে । কয়েকবার অভ্যাস করালেই, তারা ছবি থেকে নাম ও নাম থেকে ছবি চিনে নিতে পারবে । পরে, ছবিটি না থাকলেও তারা শব্দটি চিনে নেবে । যে সব স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের সমাহারে শব্দটি গঠিত, সেই বর্ণগুলি আলাদা করে নিচে দেওয়া আছে । শব্দের পরে এবার বর্ণগুলিকে আলাদা আলাদা করে চিনতে হবে । ঐ বর্ণগুলি চিনলে, পরে তারা ঐসব বর্ণ দিয়ে গঠিত নতুন শব্দ পড়ার যোগ্যতাও অর্জন করবে ।

গ) প্রথম শ্রেণিতে ভাষা শিক্ষার জন্য প্রথম জোরটা দিতে হবে অক্ষর ও অক্ষর-সমাবেশে গঠিত শব্দগুলিকে চেনানো লেখানোর উপর ।

এই বই-এ যে সব শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তার বেশির ভাগের সঙ্গেই ছোটরা আগে থেকেই পরিচিত । তাদের শেখাতে হবে, কী কী অক্ষর দিয়ে সেগুলি গঠিত । সেই অক্ষরগুলি চিনতে ও লিখতে শেখাতে হবে । এই সব কারণে, যেসব শব্দ ও অক্ষর বেশি ব্যবহার করা হয়, সেগুলি আগে শেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে । প্রায় এক চেহারার অক্ষরগুলিকে একসঙ্গে পর পর শেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে যেমন - **ব র ক ধ ঝ, ত অ আ ভ, ন প ল** প্রভৃতি । অর্থাৎ, শব্দের ক্ষেত্রে ব্যবহারের আধিক্য ও অক্ষরের ক্ষেত্রে আকৃতিগত সাদৃশ্য - এই দুই বিষয়কে যথাসাধ্য সমান্বিত করে পাঠের ক্রম সাজাবার চেষ্টা করা হয়েছে ।

ঘ) যে-পাঠে যে স্বরবর্ণের সূচনা করা হয়েছে, সেখানেই তার **কার** - প্রয়োগও দেখানো হয়েছে, যথা, **'ব'** এবং **'আ' শিখিয়েই 'বাবা'** শেখানো হয়েছে। া -কার 'ি' ও 'ে' - কার শিখিয়ে পরবর্তী পাঠগুলিতে ক্রমান্বয়ে অন্যান্য স্বরবর্ণ ও তারই সঙ্গে তাদের **'কার'** প্রয়োগও দেওয়া হয়েছে। কোথাও যুক্তাক্ষর শেখানো হয়নি। 'বংগ' 'জংগল' প্রভৃতিতে যুক্তাক্ষর ভেঙে দেখানো হয়েছে।

ঙ) বর্ণমালা দেওয়া হয়েছে। তার আগের পাঠগুলি শেষ হলে তখন বর্ণমালা মুখস্থ করাতে হবে।

চ) প্রতিটি পাঠে, আগের শেখানো বর্ণ ও শব্দের যথাসাধ্য পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। বইটিতে প্রায় ১২০০ শব্দ শেখানো হয়েছে।

ছ) অক্ষর লিখতে শেখার ক্ষেত্রে, প্রথমে অক্ষরের অংশ, তারপর সেটি বাড়িয়ে বা অন্য অংশের সঙ্গে জুড়ে পুরো অক্ষর, তারপর একাধিক অক্ষর জুড়ে শব্দ ও একাধিক শব্দ জুড়ে বাক্য লিখতে শেখানো হয়েছে। বিরাম ও অন্যান্য চিহ্নও প্রযুক্ত হয়েছে।

জ) মনে রাখতে হবে, ভাষা শিক্ষা মানে শুধু পড়তে বা লিখতে শেখাই নয়। এরই সঙ্গে শুনতে, বলতে, ভাবতে ও নিজের ভাব সহজ সরলভাবে প্রকাশ করতে পারার গুণগুলিও বিকশিত করা।

প্রবেশিকা - পাঠন সম্বন্ধে কয়েকটি প্রস্তাব

১। স্কুলের অপরিচিত পরিবেশে আসার ফলে ছোটদের মধ্যে যে স্বাভাবিক সঙ্কোচ থাকে তা দূর করার জন্য, প্রথম সপ্তাহটি শুধু কথাবার্তা, গালগল্প, আবৃত্তি-গান, খেলাধূলা প্রভৃতি কাজে লাগান। তারপর বই-এর কাজ শুরু করুন !

২। প্রথমে ছবির পাতাটি খুলে সাধারণ ভাবে গৃহপালিত ও বন্য পশু সম্বন্ধে বলুন। পরে যান - বাহন সম্বন্ধে বলুন। যে জন্তু বা পাখি সম্বন্ধে বলবেন, তার ছবিটি ছোটদের আঙুল দিয়ে দেখাতে বলুন, যেমন, ময়ূরের ঝুঁটি ও ল্যাজ অথবা হাতির শুঁড়, পা প্রভৃতি। এর ফলে বড় থেকে ছোট, পুরো থেকে অংশের প্রতি দৃষ্টিকে কেন্দ্রিত করার অভ্যাস হতে থাকবে।

৩। এর পর ছবির গল্পে আসুন। প্রশ্ন করে ছবির ক্রমিক ঘটনা বর্ণনা করান ও ক্রমগুলির মধ্যে সম্বন্ধ কি তা বের করতে বলুন। প্রয়োজন মত তাদের সাহায্য করুন। এতে তাদের সংকোচ দূর হবে, বলার অভ্যাস বাড়বে ও অংশ জুড়ে জুড়ে সম্পূর্ণের ধারণা খাড়া করতে শিখবে।

৪। এরই সঙ্গে সঙ্গে অথবা এর পর, চিত্রাংশ আঁকাতে শুরু করান।

৫। বর্ণ বা শব্দের উচ্চারণে যদি আঞ্চলিক টান এসে যায়, তাহলে ক্রমাগত ঠিক উচ্চারণ করিয়ে সংশোধিত রূপটি জিহ্বাগত করাবার চেষ্টা করুন।

৬। **'বক' 'বর'** - এর ছবিযুক্ত পাঠ 1 থেকে মূল লেখাপড়ার কাজ শুরু হবে। তাদের পড়া জিনিসটাই নতুন, তাই তাদের কাছে প্রথম পাঠটি কঠিনতম ঠেকাই স্বাভাবিক। এই কারণে খুবই ধৈর্যের সঙ্গে প্রথম পাঠের সূচনা করতে হবে। এর জন্য 3 /4 দিন সময় দিতে দ্বিধা করবেন না।

৭। কমপক্ষে প্রথম ৬/৭ টি পাঠ পড়াবার সময় কার্ডের সাহায্য নিতে চেষ্টা করুন। পাঠের অক্ষর ও শব্দ, ভিন্ন ভিন্ন কার্ডে বড় বড় অক্ষরে; সম্ভব হলে নানা রঙে, লিখে কার্ড করে রাখুন। এটি যথেষ্ট সহায়ক।

৮। প্রতিটি পাঠের নিচে যে পাঠ সংকেত দেওয়া আছে সে গুলি আগে পড়ে নিলে ভাল হয়, অবশ্যই সে গুলি সুপারিশ মাত্র। আশাকরি অভিজ্ঞ ও যোগ্য শিক্ষক মন্ডলী নিজ নিজ পরিবেশ ও দক্ষতা অনুসারে উন্নততর পদ্ধতি অবলম্বন করতে পিছপা হবেন না।

৯। বইটি সম্বন্ধে শিক্ষক ও অভিভাবকদের মতামত প্রার্থনীয়।

মুখবন্ধ

জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা 2005 এবং বিহার রাজ্য নির্ধারিত পাঠ্যক্রমের রূপরেখা 2008 এর উপর ভিত্তি করে বিকশিত ও নতুন পাঠ্যসূচির উপর নির্ভর করে এই বইটি রচিত হয়েছে। এই বইটি রচনা কালে মনে রাখা হয়েছে — "শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল বিহারের স্কুল সমূহের শিক্ষার্থীদের এমনভাবে সক্ষম করে গড়ে দেওয়া যাতে তারা নিজ নিজ জীবনের লক্ষ্য স্থির করতে পারে এবং সেই লক্ষ্য পূরণে যথাসম্ভব সার্থক ও সঠিক পন্থা অবলম্বন করতে পারে। সেই সঙ্গে একথাও যেন তারা বুঝতে পারে যে সমাজের অন্যান্যদেরও এই ধরনের চেষ্টা করার পূর্ণ অধিকার আছে।" এই শিক্ষাক্রম আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে বিদ্যালয় জীবন ও তার বাইরের জীবন চর্যার মধ্যে বিচ্ছিন্নতা থাকা উচিত নয়। পাঠ্যপুস্তক ও তার বাইরের জগতের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা উচিত।

এই বইটিতে শিক্ষার্থীদের কল্পনা শক্তির বিকাশ, তাদের সৃজনীশক্তি, তাদের প্রশ্ন করা ও উত্তর পাবার মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও সৃজনাত্মক যাবতীয় কর্মকাণ্ডের পৃষ্টপোষক করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষকদেরও এই প্রশ্নে একমত হওয়া উচিত। শিক্ষার্থীদের বইয়ের প্রতি অভিরুচি বাড়াবার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করতে হবে। লেখক-পরিচয়, মূল পাঠ ও তৎসংলগ্ন অনুশীলনীতে দেওয়া প্রশ্নগুলিকে ছাত্রদের উপযোগী করে চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে পরিবেশন করতে হবে। গ্রন্থটি বিকশিত করার সময় অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখা হয়েছে। গ্রন্থ রচনার সময় স্মরণে রাখা হয়েছে প্রবহমানতার সঙ্গে সাহিত্যের সৃজনশীলতার মেলবন্ধন ঘটিয়ে এমন চিত্তাকর্ষক-ভাবে উপস্থাপন করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীদের কাছে তা যেন বোঝা না মনে হয়।

হাসান ওয়ারিস
নির্দেশক
রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ,
পাটনা, বিহার

বই এর কথা

নতুন এই বইটি কেবলমাত্র পাঠ্যপুস্তকই নয় এটি শিশুর মানসিক বিকাশ সাধনের সহায়ক। বইটিতে ছবিতে গল্প ও ছড়ার মধ্যদিয়ে প্রথমে মাতৃভাষার বলার দক্ষতা অর্জন করার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে নিজের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জেগে উঠবে, বন্ধু-বান্ধব ও সবার সঙ্গে ভাব প্রকাশের দক্ষতা অর্জন করবে।

* স্কুলে আসার আগেই শিশু তার মাতৃভাষায় মোটামুটি নিজের ভাব প্রকাশ করতে পারে এবং নিজের ইচ্ছা, অনিচ্ছাও ব্যক্ত করতে পারে, সে নিজের চারপাশের দৃশ্যাবলী ও বিষয়বস্তুগুলি প্রতিদিন দেখে এবং সেগুলি কী তা জানে। এই পাঠ্যপুস্তকে প্রতিদিনের দেখা পরিচিত ছবির মাধ্যমে শিশু ভাষা লেখা ও শেখার দক্ষতা অর্জন করবে।

* বইটিতে প্রথম পাঠে 'আ'--কার, 'ই'-- কার ইত্যাদি 'কার' বর্জিত শব্দগুলি দেওয়া হয়েছে।

* শিশু প্রথম কলম ধরে দাগ কাটার মধ্যদিয়েই সহজভাবে অক্ষর লিখতে শেখে। এইভাবে ধীরে ধীরে সহজ থেকে কঠিনের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। প্রথম শ্রেণিতে যুক্তাক্ষর শেখানো হয়নি।

* পাঠগুলির মধ্য দিয়ে পড়া ও লেখার সঙ্গে সঙ্গে বার বার অভ্যাসের ফলে শিশুর শব্দ ভাণ্ডার বৃদ্ধি পাবে।

* প্রতিটি পাঠের নিচে পাঠ সংকেতের মধ্যদিয়ে শিক্ষককে শিক্ষণ পদ্ধতির বিষয়ে অবগত করানো হয়েছে।

* অক্ষর পরিচিতির পর কয়েকটি সহজ পাঠ দেওয়া হয়েছে। পাঠগুলি গাছপালা, পশুপাখি, বাংলার পরিবেশ ও সংস্কৃতি প্রভৃতির উপর বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

* বইটির নাম 'কোরক' অর্থাৎ কুঁড়ি বা মুকুল। আমাদের ছোট ছোট কোরকের মত শিশুর হাতে বইটি তুলে দেওয়া হল যার মাধ্যমে শিশু ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত সুরভিত কুসুমে পরিণত হবে।

কোথায় কী আছে

পাঠ	শীর্ষক	বর্ণ	কার চিহ্ন / ফল চিহ্ন	পৃষ্ঠা
	শুনি আর বলি - 1			1
	শুনি আর বলি - 2			2
	শুনি আর বলি - 3			3
	শুনি আর বলি - 4			4
1.	এসো বর্ণ চিনি	ব, ক, র, ঘ		7
2.	এসো বর্ণ চিনি	অ, আ, ত, ভ, হ,	া	9
3.	এসো বর্ণ চিনি	ই, খ, থ, ট, ন,	ি	15
4.	এসো বর্ণ চিনি	ণ, ল, ম		17
5.	এসো বর্ণ চিনি	ড ড় উ ঊ জ ষ	ু, ূ	20
6.	এসো বর্ণ চিনি	চ ছ ঢ ঢ় ঠ দ		24
7.	এসো বর্ণ চিনি	য য় ফ		26
8.	এসো বর্ণ চিনি	এ ঐ ঞ	ে, ৈ	29
9.	এসো বর্ণ চিনি	ঈ ও ঔ ঙ	ী ো, ৌ	31
10.	এসো বর্ণ চিনি	ধ, ঝ, ধ		34
11.	এসো বর্ণ চিনি	গ, প, শ, স		36
12.	কাটুম - কুটুম			38
13.	এসো বর্ণ চিনি		ৎ ং ঃ ঁ	39
14.	আমাদের দেহ			47
15.	বরষা (কবিতা)			48
16.	খাঁচার ভালুক			50
17.	দুই ছাগল			53
18.	বনের পশু			55
19.	নরেন			57
20.	ছুটিতে			59
21.	পয়লা বৈশাখ			63
22.	হাট			67
23.	তপোবন			70
24.	বন ভোজন			74
25.	দিন ও মাসের তালিকা			79
26.	ঠিক্ ঠিক্			82
27.	শক্তের ভক্ত			84

আতা গাছে তোতা পাখি,
ডালিম গাছে মৌ ।
এতো ডাকি তবু কথা
কওনা কেনো বৌ ।।

পাঠ সংকেত ঃ— ছড়াটি মুখস্থ করিয়ে ভাব-ভঙ্গী সহ আবৃত্তি করান ।

ঝিনেদার জমিদার কালাচাঁদ রায়রা,
সে বছর পুষেছিল একপাল পায়রা ।

বড়বাবু খাটিয়াতে বসে বসে পান খায়,
পায়রা আঙিনা জুড়ে খুঁটে খুঁটে ধান খায় ।
হাঁসগুলো জলে চলে আঁকাবাঁকা রকমে,
পায়রা জমায় সভা বক্‌বক্ বকমে ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পাঠ সংকেত ঃ— ছড়াটি মুখস্থ করিয়ে ভাব-ভঙ্গী সহ আবৃত্তি করান ।

খোকা যাবে নায়ে ।
রোদ লাগবে গায়ে ।
হাজার টাকার মলমলী থান
সোনার চাদর গায়ে ।

তোমরা কে বলবে কালো,
পাটনা থেকে হলুদ এনে
গা করব আলো ।

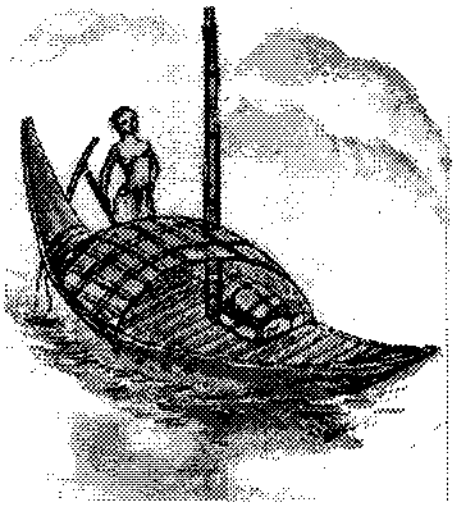

পাঠ সংকেত ঃ— ছড়াটি মুখস্থ করিয়ে ভাব-ভঙ্গী সহ আবৃত্তি করান ।

ওখানে কে রে ?
আমি খোকা ।
মাথায় কি রে ?
আমের ঝাঁকা ?
খাস্ নে কেন ?
দাঁতে পোকা ।
বিলুস্ নে কেন ?
ওরে বাবা !

পাঠ সংকেত ঃ— ছড়াটি মুখস্থ করিয়ে ভাব-ভঙ্গী সহ আবৃত্তি করান ।

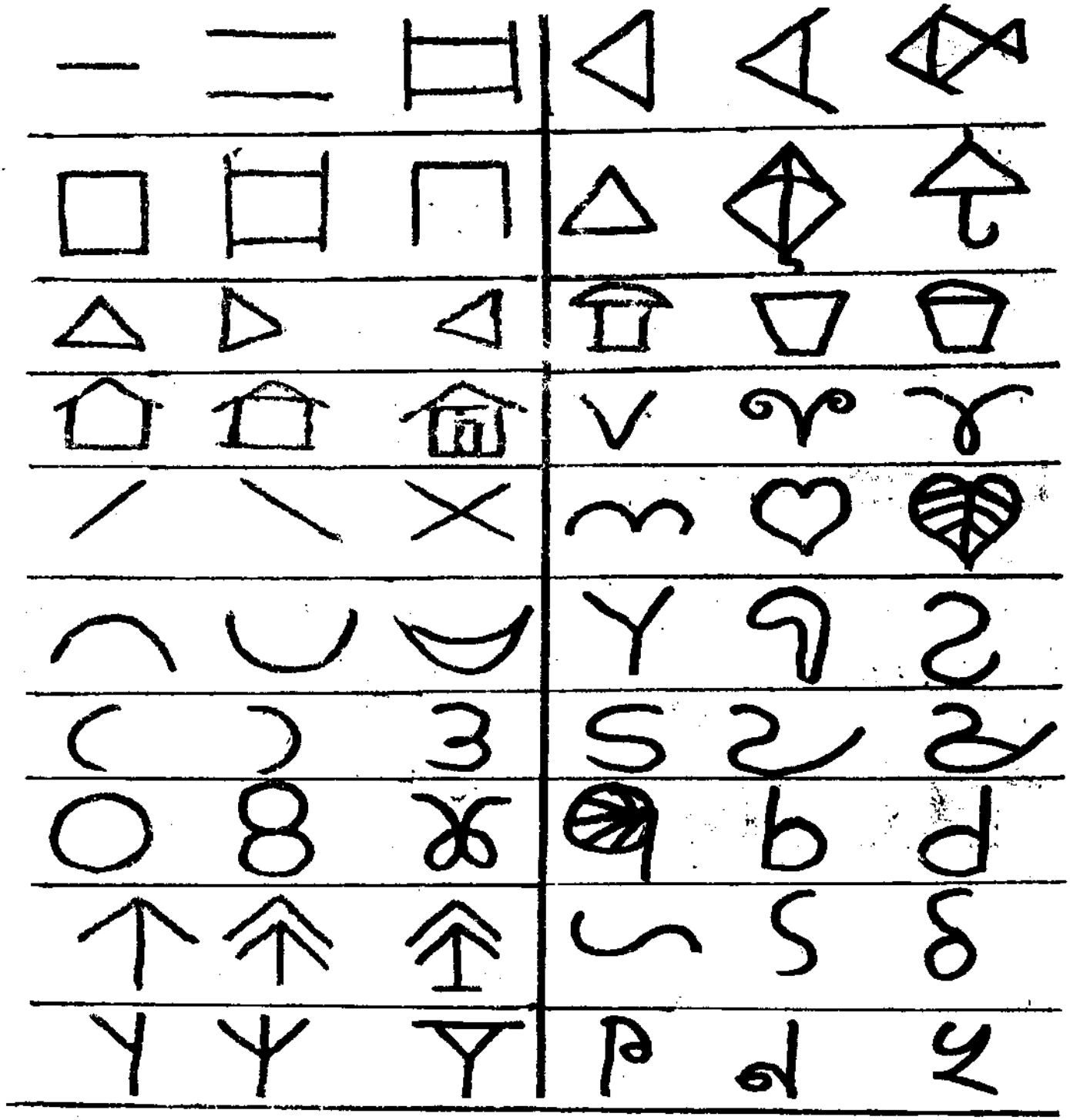

পাঠ সংকেত ঃ এখানে আঁকিবুকি অভ্যাস করার জন্য কয়েকটি ছবি দেওয়া হয়েছে। এগুলি সরল থেকে ক্রমশঃ জটিল হয়েছে। এগুলি আঁকাবার উদ্দেশ্য হল, ছোটদের ঠিকমত লেখন সামগ্রী ধরতে ও ব্যবহার করতে শেখানো এবং পরবর্তী অক্ষর লেখনের জন্য তাদের তৈরি করা। আপনি বোর্ডে এগুলি বড় বড় অক্ষরে এক এক করে এঁকে দেখান। ছোটদের সেগুলি সঙ্গে সঙ্গে নকল করতে বলুন। আপনার রেখাঙ্কনের গতি যেন প্রধানতঃ বাঁ থেকে ডাইনে ও উপর থেকে নিচে হয়। সেই ক্রমেই ছাত্রদেরও বলুন। আঁকার জন্য বোর্ড, কাগজ, শ্লেট প্রভৃতি ব্যবহার করা যায়। আগে একটি সরলাকৃতি এঁকে তারপর তার জটিল রূপ, এইভাবে এগোন। পেন্সিল ধরা, আঙুল চালানো প্রভৃতি দেখিয়ে দিন। বারবার আঁকান। ধৈর্য্য ও স্নেহ সহকারে তাদের উৎসাহিত করুন আগে বাঁ হাত, ডান হাত, বাঁ দিক, ডান দিক শিখিয়ে নিন।

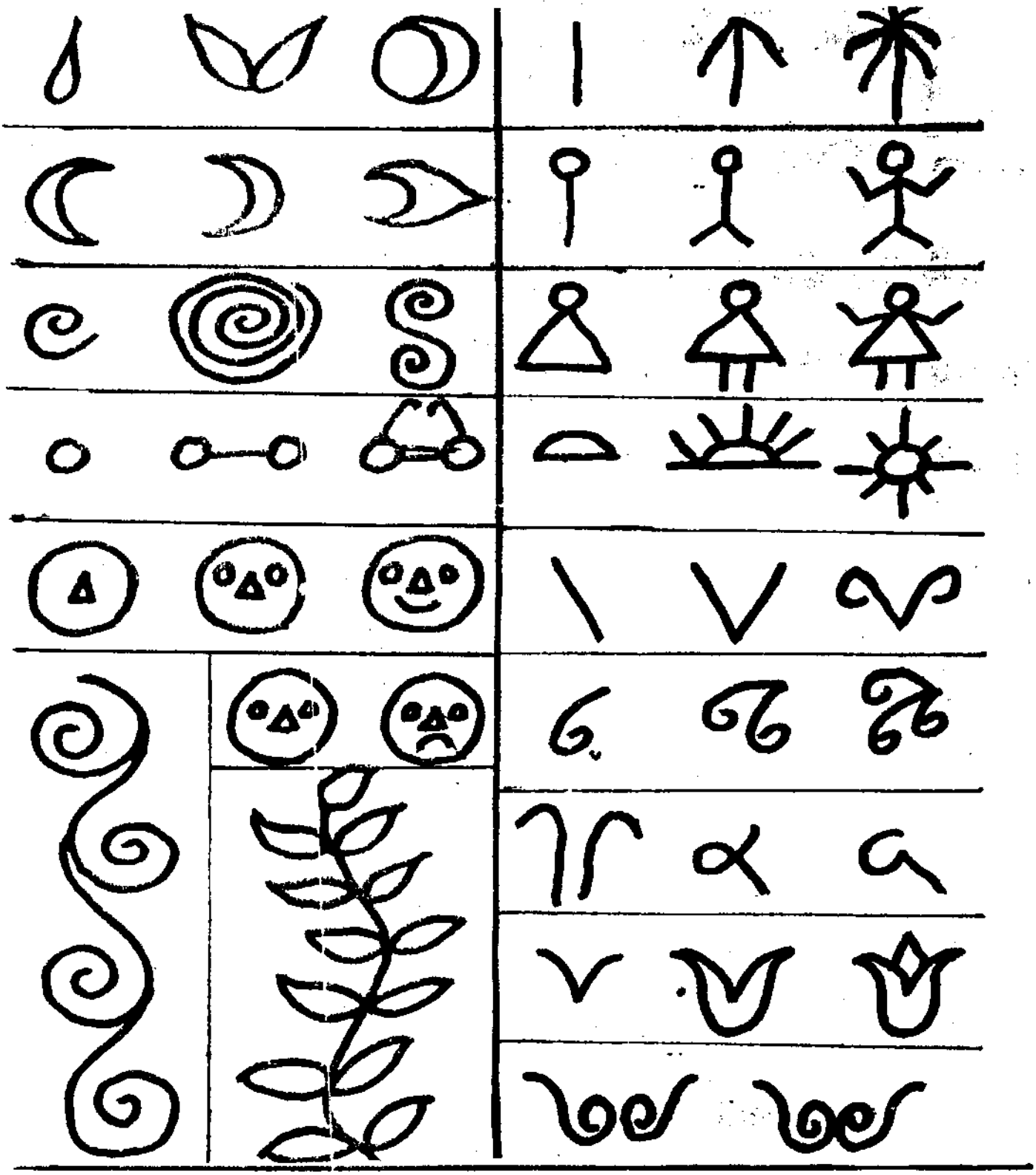

পাঠ সংকেত ঃ এই পৃষ্ঠায় কয়েকটি জটিলতর আঁকিবুকি দেওয়া হয়েছে। আগের ছবিগুলি বারবার অভ্যাস করানোর পর এগুলি এক এক ক'রে বার বার অভ্যাস করান। এর ফলে ছোটরা বাঙলা অক্ষরের মূল কাঠামোর চেহারাটি রেখাঙ্কিত করায় অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। দু' একটি ছবি রঙ দিয়ে ভরানোও যায়। এখানে, কোনো অক্ষরের নাম বা কোন্ ছবির সঙ্গে কোন্ অক্ষরের মিল আছে তা বলবেন না। প্রথম থেকেই প্রত্যেকের দিকে আলাদা ভাবে নজর রাখবেন ও প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার চেষ্টা করবেন।